আপন আমার আপন বিলাপ

নির্বাচিত কবিতা সংকলন

বিশ্বজিত বিশ্বাস
বিকাশ সরকার
সমীর দে

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

বহ্নিসুখ ১১-২৮

বিশ্বজিত বিশ্বাস

বোবা পানির কষ্ট মাতন, দহন, স্বপ্ন বাজাও, বর্তিকা বিলাস
সর্বনাশা বান, এ সময়, এখন, স্বপ্ন ঝিম, ফুরিয়ে যাব, রক্ষিতা,
লুণ্ঠিতা নদী, ধর্ষিতা নদী, যেতে হয় জানি, সংবীক্ষণে,
দগ্ধ সুখের সহমরণ, মধ্যরাতে 'মা' কে, স্বীকারোক্তি

স্বৈরিণী চাঁদের হোমাগ্নি ২৯-৪৬

বিকাশ সরকার

অনুভব, উপবাসী'র অভিমান, অতৃপ্ত আত্মার প্রলাপ,
আমার কবিতা স্বভাব, অভিশপ্ত অভিশাপ, অসুস্থ হৃদয়ের
ঔরসজাত, স্বপ্নস্রোতের মোহপাশ, বিষণ্ণ বহ্নি স্রোত, ভিজতে চাই
রাতের বিভা, স্বৈরিণী চাঁদের হোমাগ্নি, স্বপ্ন স্বীকারোক্তি, অগ্নি বর্ষা
প্রতিবিম্বে যা প্রতীয়মান, স্বভাব

মৃগয়ায় বাজে পায়ের কত্থক ৪৭-৬৪

সমীর দে

কথা, আগুন বিলাস, ডাক, টানাপড়েন, পিপাসা, ভাসান
গোপনে লালিত পোষা, বাতিকগ্রস্থ, চন্দ্রস্তব, ভোর
মৃগয়ায় বাজে পায়ের কত্থক, মুহূর্ত এক স্বপ্নরঙিন, স্বগত ভাষণ
অশান্ত ঘুড়ির অবতরণ, কতনাম, ঘুম

বহ্নিসুখ

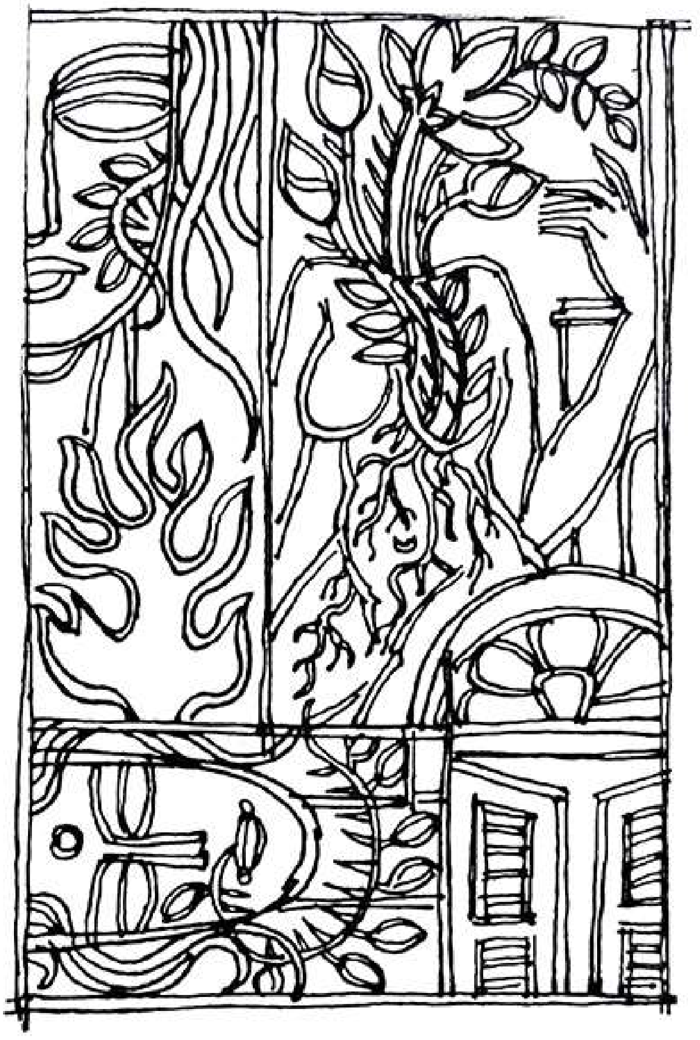

ওগো, অন্তঃসত্ত্বা নারীকে দেখে হাসতে নেই
তেমনি কবিতার বীর্যে অন্তঃসত্ত্বা কবিকে দেখেও।
খামচে ধরা প্রসব বেদনায়, বিবর্ণ মুখে কষ্ট চেটে খায়—
নারী, কবিও।

সৃষ্টি সুখে কষ্ট মাগে, ম্লানসুখী আগুন গাড়ে—
নারী, কবিও।

বোবা পানির কষ্ট মাতন

এখন কবিতা থাক, থাক অনুভূতির চাষ
শব্দেরা মাল গিলে করছে নাচানাচি
আঁধার সামনে, পিছনে, দূরে, বুকের কাছাকাছি
হঠাৎ ঘর পোড়ান আগুন সময়কে বলে গেল,
যতই পোড়াও সালোয়ার, কামিজ সাক্ষি অন্তর্বাস
এখন কবিতা থাক, থাক অনুভূতির চাষ।
কোজাগরী চাঁদমাখা নির্ঘুম আঁচল কেঁদে ওঠে
কাঁদে চাঁদ, কাঁদে আকাশের ময়ূরকণ্ঠী নীল
জোড়াতালি, হাততালিতে ফাটা-ফুটো বাতাস বলে গেল
আগুন... আগুন..., এখন ফাগুন থেকে একে একে
ষড়ঋতু পুড়ে ছাই, পুড়ছে নদী, বিল।
ঘরে ঘরে আঁচল ছেঁড়া লাল পেড়ে স্কুল শাড়ি
মেয়েটি আজ দেরি করে ফিরেছে বাড়ি
সমাজ চেপে রেখেছে মেয়েটির তলপেট, ঊরুর দাগ,
দাগ মিশে গেলেও ফুটে উঠেছি আমি, কুমারী পেটের
জমাটি রক্তে। ফুটে ওঠে গাছে-গাছে
লাল রক্তজবা হয়ে কুমারী পেটের ভ্রূণ।
ঘরে ঘরে আঁচল ছেঁড়া লাল পেড়ে স্কুল শাড়ি
ওগো, ও বাড়ির মেয়েটিও আজ দেরি করে ফিরেছে বাড়ি!
চারিদিকে শববাহী গাড়ির উদ্বোধনে হাত তালি বাজে
বাজে কাঁশি—বাজে ঢোল, বল হরি.. হরি বোল..
ওগো কার লাশ? কার লাশ? দেশ, না দশের?
মরবার আগে দু'কানে নাম পেয়েছে কি ইষ্টের?
নির্বাক শববাহকেরা, শুধু চোখের ইঙ্গিতে সাথী হতে বলে
পায়ে 'পা' মেলাই, ঠোঁটে ঠোঁট মিলে যায় অজান্তেই
বল হরি.. হরি বোল.. বল হরি.. হরি বোল..
চোখের মাঝে বোবা পানি, বুকের মাঝে কষ্ট মাতন-
গুনগুনায়, শব্দেরা বহুদিন গা' ঢাকা দিয়ে আছে
ছাতার চেয়েও কালো কোন ছত্রছায়ায়।
এখন কবিতা থাক, থাক অনুভূতির চাষ
দ্যাখো গাছে-গাছে লাল রক্তজবা,
মোড়ে-মোড়ে রক্তদান, কালীপুজো।

দহন

'তীব্র গন্ধের বনফুল কে'

স্মৃতির উজানে বেঁচে থাক কষ্ট, যা কিছু দুঃখ
বেচে আগুনের দরদামে কিনেছি সুখ
হঠাৎ-ই কে তুমি ? দু'চোখে সর্বনাশ নিয়ে
আমার পৃথিবী উজাড়- উজাড় পোড়ালে বুক।
পলাশ প্লাবিত ফাগুন ? সে তো আগুন-আগুন
তাকে রেখেছি দূরে, দেখেও দেখিনি ফিরে
পালিয়েছি আবীর ত্রাসে
তবু ছুঁয়ে গেল বুক ঐ সর্বনাশে!
তবে তাই হোক, হৃদয়ের মধ্যে এসো হে দহন
এসো হে ..., এসো হে আগুন বিলাস।

স্বপ্ন বাজাও

সেজুতি সাঁঝের সান্ধ্য আয়োজনে তোমার নিমন্ত্রণ আজি—
নক্ষত্র স্নানের। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিংড়োন ভালোবাসা
মিশরীয় মমির পবিত্রতায় তুলে রেখেছি, সাজিয়ে রেখেছি
রাবীন্দ্রিক আয়োজনে চিত্ত কোরকে, এসো, স্নান কর
বুকের পাটাতনে ঝরে পড়ুক ঘুঙুরের দানা
আমি সিক্ত হই তোমার বেসর ভেজা লজ্জায়।

স্বপ্ন বাজাও নিলাজ, স্বপ্ন বাজুক তাদ্রিম-দ্রিম, আমার দু'চোখ
বহ্নি সুখে ভরে দাও, ছুঁড়ে দাও আলোক উল্লাস—
তোমার প্রকাশ্য জোনাকি চুম্বনে। সাহারা বুকে কুন্দ কানন ঢালো,
ষড় ঋতুর ষড়যন্ত্র আর কাঁসা পেতলের বাসনা হোক খান-খান,
ঈর্ষায় ছিঁড়ুক পৃথিবীর মধ্যকর্ষণের মহিমা, এই উন্মাদ
কবির সুখ চিৎকারে মুছে যাক শ্মশান বিলাস।

বর্তিকা বিলাস

'ভালোবাসা প্রেম নয়,' ভালো-বাসায় প্রেম থাকে
যেমন দুঃখ নয় ভালোবাসার সহচর, দুঃখ থেকে দূরে—
বহু দূরে কষ্ট, কষ্টের গভীরে আঁচরে-আঁচরে হৃদয়—
নিচোরে নিষিক্ত বারি প্রেম, সেই তো নিকষিত হেম গো।

জ্যোৎস্না পানে তৃপ্ত চোখ কি জানে চাঁদের দগ্ধ হবার প্রতীক্ষা?
পোড়া ধূপের গন্ধ সেও নয় ক্ষয়ে যাবার সুখ
শুধু হৃদয়-ই জানে হৃদয়ের সুগন্ধি প্রকাশ।

কারো দু'হাতের দান কাঙাল করে, মানুষ প্রেমেই তো—
ক্ষয়ে যায়, কাঙাল, নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব।
এই যে ক্ষয়ে যাওয়া—নদীর মতো, পেনসিলের মতো
অজস্র কবিতায় বয়ে যাওয়া হৃদয়ের ভাঙন গুলে-গুলে
নিলাজ, তারে কি আঁকা যায় কোনো দাঁড়ি, কমা, বিস্ময়ে?

প্রেম দাও নিলাজ, দু'হাতে তোমার প্রত্ন প্রেম
আমি ক্ষয়ে যাই আর ক্ষয়ে যাই বর্তিকা বিলাসে।

সর্বনাশা বান

তুমি উষ্ণপ্রস্রবণ নিলাজ, তোমাতে উষ্ণ স্নানে
মাতব বলে হৃদয়ের ঝুল বারন্দায় ব্যাকুল বাহার
নেচে উঠি ত্রি'মাত্রিক ছন্দে নাক্‌কাড়া বোলে।
আমি চিত্তবাদক, চিত্ত বাজাই মৃদঙ্গমের চটুলতায়।
রক্ত তখন লগ্‌গী লহরায় চৌগুণে সাবলীল
চোখের কোটরে দপ্‌দপ্‌ জ্বলে ওঠে শীর্ণ শিখা।
তুমি তখন গোপন ঝর্ণার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে
চোরা স্রোতের নদী। আমার বিপন্ন বেড়িবাঁধ চুইয়ে
গড়িয়ে নামে স্বেদ, থর-থর কেঁপে ওঠে ওষ্ঠ, যেন
আশ্রয়হীন ঝরা পাতা। বেসামাল বাতাস তখন
ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি সেরে ঝিম, হঠাৎ—
সন্ত্রস্ত মস্তিষ্ক থেকে—পালাও.. পালাও.. সতর্ক ঘোষণা
না হলে সর্বনাশা বান থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেনা।